বিদ্রোহ দারোয়ান

শান্তা ইসলাম

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। ১৯৪০ সাল। হিটলারের অজেয় জার্মান বাহিনী ফ্রান্স দখল করে নেয়ার পর রাজধানী প্যারির বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো কব্জা করতে ব্যস্ত। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর ইনস্টিটিউটও তারা দখল করে নিলো। পাশেই পাস্তুরের সমাধিস্থল, সৈন্যরা সেখানে যেতেই দ্বাররক্ষী হাতের লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এলো। চেঁচিয়ে বললো, খবরদার! আমার প্রভু এখানে শুয়ে আছেন। তার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে আমি দেবো না।

জার্মান সৈন্যরা শুধু অবাকই হলো না, রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। সামান্য একটা দারোয়ান, তার এত সাহস। বিদ্রোহী দারোয়ানকে পাঁজা কোলে করে তুলে জার্মান সৈন্যরা বাগানের এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর সমাধিস্থলের দরজা খুলে তাদের অধিকার কায়েম করলো।

দুঃখে ও ক্ষোভে আহত জোসেফ সেদিনই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো। কে এই দারোয়ান জোসেফ? বিশ্বাবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? এর একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। সেটা জনাতে হলে ফিরে যেতে হবে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

এক কামারশালার থেবরে গনগনে আগুন জ্বলছে। ব্যস্ত কামার লোহার শিক পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটিয়ে, শিকটাকে একেবারে শলাকায় পরিণত করছে।

কামারশালার ভেতরে শুয়ে আছে একটি রোগী। পাগলা কুকুরের কামড়ে তার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। অবসন্ন দেহ বুঝি মৃত্যুর জন্য প্রহর গুনছে। কিন্তু ওকি! আগুনে লাল হয়ে ওঠা সেই শলাকা যে কামার রোগীর ক্ষতের ওপর চেপে ধরছে! অগ্নিশলাকা দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে ক্ষত। যন্ত্রণায় রোগী পরিত্রাহি চিৎকার করছে। আসুরিক চিকিৎসা পর্বের শেষে আত্মীয়স্বজন হতভাগ্য লোকটিকে কামারশালা থেকে নিয়ে যায়।

কামারশালার অন্য দরজা দিয়ে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখছিলো ন'বছরের এক বালক। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গেল। বালকই ভবিষ্যতের বিশ্বনন্দিত বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর। পাগলা কুকুর, নেকড়ের কামড়ে জলাতঙ্ক বা র‍্যাবিস রোগের সৃষ্টি হয়।

কুকুরের লালায় র‍্যাবিস রোগের ভাইরাস থাকে। সেজন্য আক্রান্ত কুকুরের বা নেকড়ের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগ সংক্রমিত হয়ে থাকে। আগে এই রোগের চিকিৎসা ছিলো না। কামারের গরম করা শলাকা দিয়ে ক্ষতস্থান পুড়িয়ে দেয়া হতো। আর যন্ত্রণায় অধিকাংশ রোগী সহ্য করতে না পেরে মারা যেতো।

লুই পাস্তুর চিকিৎসক ছিলেন না। ছিলেন পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার স্কুল শিক্ষক। পাস্তুরের অনুসন্ধিৎসু মন সব সময় ঐ রোগের কারণ খুঁজতো। সাম্প্রতিক কালে যে অ্যানথ্রাক্স রোগের বিভীষিকা সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলে, সেই রোগেরও কারণ এবং চিকিৎসা পাস্তুরই উদ্ভাবন করেছিলেন। পাস্তুর লক্ষ্য করেছিলেন, অ্যানথ্রাক্সে মৃত গরু ও ভেড়াগুলো যে জায়গায় কবর দেয়া হয়, সেই কবরের ওপরের ঘাস খাওয়া গরু-ভেড়াদের কিন্তু অ্যানথ্রাক্স রোগ হয় না। এর কারণ কি? কারণ ভাবতে গিয়ে পাস্তুরের মাথায় এলো অদ্ভুত এক চিন্তা। তিনি অ্যানথ্রাক্সে মৃত গরুদের শরীর থেকে সংগ্রহ করলেন ঐ রোগের জীবাণু। তারপর সেই জীবাণু দুর্বল করে দিয়ে সুস্থ গরু-ভেড়াকে ইনজেকশন দিলেন। কিছুকাল পরে অ্যানথ্রাক্স রোগের সবল জীবাণু আবার সেই গবাদি পশুদের ওপর প্রয়োগ করলেন। অন্য কটি গরুকে দিলেন অ্যানথ্রাক্সের শক্তিশালী জীবাণু

লুই পাস্তুর

ভরা ইনজেকশন। সব পশু কিন্তু মারা গেলো না। যে গরু-ভেড়াগুলোকে শুধু সবল অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু দিয়েছিলেন তারা মরে গেলো। অন্যগুলো দিব্যি বেঁচে রইলো। পাস্তুর বুঝলেন, যে পশুগুলোকে প্রথমে দুর্বল অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ইনজেকশন দেয়া হয়েছে, তারা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। সেজন্য দ্বিতীয় বারের ইনজেকশন তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এভাবে পাস্তুর, অ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা উদ্ভাবন করেন। কিন্তু যতই যা হোক তার মন জুড়ে ছিলো ছোট বেলায় দেখা কামারশালার সেই সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

এরপরই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের কথা ভাবতে থাকেন। তবে হাজার চেষ্টা করেও মাইক্রোস্কোপে জলাতঙ্কের জীবাণু তিনি কোনোদিন দেখতে পাননি। দূরদর্শী পাস্তুর তখন বলেছিলেন, এই জীবাণুগুলোকে সাধারণ মাইক্রোস্কোপে দেখা যাবে না। অনেক বছর পর গবেষণা করে দেখা গেলো, এই সব রোগের কারণ হচ্ছে, এক ধরনের অতি জীবাণু বা ভাইরাস। পরে বিশালাকার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে এই ভাইরাসগুলোকে দেখা গেলো।

১৮৮৫ সালে পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার করেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই রোগের জীবাণু মস্তিষ্ক ও শিরদাঁড়ার স্নায়ু অবশ ও বিকল করে দেয়। এই সময় পাগলা কুকুরের কামড়ে মুমূর্ষু একটি বালককে নিয়ে তার মা পাস্তুরের কাছে আসেন। ছেলেটির নাম জোসেফ। পাস্তুর তার উদ্ভাবিত টিকার সাহায্যে জোসেফকে সারিয়ে তোলেন। সেই থেকে জোসেফ কোনোদিন তার সঙ্গ ছাড়েনি। পাস্তুরের মৃত্যুর পর তার সমাধিস্থলের দাররক্ষীর দায়িত্ব হাত তুলে নিয়েছিলো।

জুবিলি নামে এক মেষপালক, কুকুরের কামড়ে মরণাপন্ন হয়ে পাস্তুরের কাছে আসে। পাস্তুরের চিকিৎসায় সেই মেষপালকও ভালো হয়ে যায়। প্যারির পাস্তুর ইনস্টিটিউটে আজও প্রভুভক্ত জোসেফ ও জুবিলির মূর্তি রাখা আছে।

bidroho darowan(Louis Pasteur), www.banglainternet.com